International Conference on
Researches in Engineering, Science, Technology, Management and Humanities (ICRESTMH – 2024)
25th August 2024, Bhubaneshwar, Odisha, India

CERTIFICATE NO : ICRESTMH/2024/C0824812

মঙ্গলকাব্যে পুরাণ: ইতিহাস ও সাহিত্যের কথাবয়ন

Chittaranjan Pramanik

Research Scholar, Department of Bengali, RKDF University, Ranchi, India

সারসংক্ষেপ

মঙ্গলকাব্য বাঙালি সাহিত্যের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ধারা, যা পুরাণ ও ইতিহাসকে একসূত্রে বেঁধে গ্রামীণ সংস্কৃতি, ধর্মবিশ্বাস এবং সমাজের জীবনের গভীর চিত্র তুলে ধরে। মূলত মধ্যযুগে রচিত এই কাব্যগুলি দেব-দেবীর মহিমা ও তাদের শক্তিকে কেন্দ্র করে রচিত হলেও, এর ভেতরে লুকিয়ে আছে সামাজিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ দিক। মঙ্গলকাব্যগুলিতে যেমন পুরাণের ঐশ্বরিক কাহিনি স্থান পেয়েছে, তেমনই এর মাধ্যমে তৎকালীন সমাজের ধর্মীয় চর্চা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, এবং গ্রামীণ জীবনের প্রতিচ্ছবিও ফুটে উঠেছে। বেশিরভাগ মঙ্গলকাব্য, যেমন চণ্ডী মঙ্গল, মনসা মঙ্গল, এবং ধর্মমঙ্গল, পুরাণের গল্পগুলিকে আধার করে সমাজে দেব-দেবীর ক্ষমতার বিস্তার এবং তাদের আরাধনার গুরুত্ব তুলে ধরে। দেবী চণ্ডী, মনসা, এবং ধর্মঠাকুরের শক্তি ও ক্ষমতা জনমানসে দেবত্বের প্রতীক হলেও, এই কাব্যগুলির চরিত্র এবং ঘটনাপ্রবাহে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ, তাদের আর্থিক এবং সামাজিক সংগ্রাম, ধর্মীয় সংস্কার ও বিশ্বাসগুলোও প্রতিফলিত হয়েছে। পুরাণের কাহিনির পাশাপাশি স্থানীয় ইতিহাসের টুকরো টুকরো উপাদানও এতে পাওয়া যায়, যা এই কাব্যগুলোকে শুধুমাত্র ধর্মীয় সাহিত্যের গণ্ডি পেরিয়ে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাসের দলিল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

মঙ্গলকাব্যের ভাষা ও শৈলী সহজবোধ্য এবং লোকায়ত - যা সাধারণ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে স্পর্শ করে। এই কাব্যগুলিতে পুরাণের দেব-দেবীরা মানবিক চরিত্রের রূপে উপস্থাপিত, যা তৎকালীন সমাজের জীবনধারা ও বিশ্বাসের সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত। ইতিহাস এবং পুরাণের মেলবন্ধনে মঙ্গলকাব্য বাংলা সাহিত্যে এক অনন্য স্থান দখল করে আছে - যা বাঙালি সংস্কৃতির মূলে প্রোথিত ধর্ম, সমাজ, এবং ইতিহাসের কথাবয়নের নিদর্শন।

মুখ্যশব্দ: মনসামঙ্গল, বাঙালির অন্দরমহল